হাসপাতাল থেকে ছুটির পর প্রয়োজন বাড়ির মতো যত্ন

আজকালের প্রতিবেদন: হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার পর অধিকাংশ রোগীর বাড়িতে প্রয়োজন পড়ে বিশেষ যত্নের। স্ট্রোক, নিউরো সমস্যা, সেরিব্রাল পলসি, ডিমেনশিয়া, হার্ট, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগীর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়িতে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে আলাদাভাবে যত্ন চাই। কিন্তু সেই বিশেষ যত্ন সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষই ওয়াকিবহাল নন। অপ্রশিক্ষিত কিংবা স্থানীয় আয়াদের মাধ্যমেই কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তা রোগীর পক্ষে ভাল না। প্রশিক্ষিত নার্স, ডাক্তার, ফিজিওথেরাপিস্ট, ডায়েটিশিয়ান-সহ আরও সহযোগী নিয়ে কলকাতায় বাড়িতেই বিশেষ পরিষেবা দিয়ে চলেছে কেয়ার কন্টিনিউয়াম নামক সংস্থা। শুক্রবার কলকাতায় সংস্থার তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়। শহরের নামী ৪০টি হাসপাতালের নার্সিং সুপার এবং ডেপুটি নার্সিং সুপার মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন সামিল হয়েছিলেন। সংস্থার ডিরেক্টর ডাঃ সোমা ভট্টাচার্য জানান, এ ধরনের পরিষেবার চাহিদা প্রচুর। কিন্তু মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। কারও স্ট্রোক হলে অনেক বাড়িতে এখনও আয়া-নির্ভরশীলতা রয়েছে। যে সমস্ত প্রবীণ একা থাকেন, তাঁদের শুধু ওষুধের সাহায্য নয়, প্রয়োজন বন্ধুসুলভ আচরণ ও সহায়তা। সংস্থার অপর আধিকারিক ডাঃ রানা মুখার্জি বলেন, আমরা মানুষের সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করি বাড়িতেই যত্নসহকারে হাসপাতালের মতো পরিবেশ তৈরি করে পরিষেবা দেওয়ার। প্রশিক্ষিত নার্সরা গিয়ে শুশ্রূষা করেন। ডাক্তারদেরও পাঠানো হয়। প্যালিয়েটিভ কেয়ারও দিয়ে থাকি। কয়েকটি কর্পোরেট হাসপাতালের সঙ্গে কাজ করছি। খুব ছোট এবং বয়স্কদের পরিষেবাও দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন কোয়ালিটি কনসালট্যান্ট ডাঃ অবন্তী গোপান, ডাঃ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌমিত্র দত্ত, ইন্দোরের চৈত্রম কলেজ অফ নার্সিংয়ের অধ্যক্ষ ডঃ উষা উকান্ডে। সঞ্চালক মির বলেন, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু বিচ্যুতি ঘটলে জীবনটা ঘেঁটে যায়। এখন নিউক্লিয়ার পরিবার হওয়ায় মানুষ খুব একা। সেক্ষেত্রে এ ধরনের পরিষেবা একটা সাপোর্ট জোগায়।

কেয়ার কন্টিনিউয়াম আয়োজিত আলোচনাসভায় ডাঃ সোমা ভট্টাচার্য, ডাঃ রানা মুখার্জি, অবন্তী গোপান ও উষা উকান্ডে। পার্ক হোটেলে, শুক্রবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

সন্ধান চাই

এই ছবিটি শিশুপুত্র অভিক-এর। শিশুটিকে সি, ডব্লু, সি, হুগলিতে জমা দেওয়া হয়েছে। জমা প্রদত্ত শিশুটির বিবরণ হল নিম্নরূপ—

অন্ধ্র ব্যাঙ্ক

(ভারত সরকারের অধীনস্থ সংস্থা)

হেমলতা মডেল স্কুল শাখা, সেপকো টাউনশিপ, দুর্গাপুর- ৭১৩২০৫ ফোন নং ০৩৪৩-২৬০২৭২০

দখল বিজ্ঞপ্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর (রুল ৮[১]) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অন্ধ্র ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪ অফ ২০০২) মোতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠনীয় ১৩ ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত দেনাদারের প্রতি নিচে লিখিত বিশদ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অনাদায়ী টাকা পরিশোধ করার জন্য তাঁদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত দেনদার সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দেনদার এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, অনুমোদিত অফিসার নিম্নলিখিত তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দেনদারগণকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অনাদায়ী টাকা এবং তার ওপর সুদ অন্ধ্র ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষ হবে।

বিজ্ঞপ্তি, দেনদার ইত্যাদির বিশদ

বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৩(২) ধারাধীনে	দেনদারগণের নাম	দাবি পরিমাণ (পরবর্তী বকেয়া উসুলযোগ্য সুদ)	দখলের তারিখ
১৮.১১.২০১৫	১. প্রয়াত সুভাষ দাস (বৈধ উত্তরাধিকারীগণ মিসেস সুপ্রিয়া দাস এবং মিঃ জয় দাস) ২. মিঃ স্বপন কুমার দাস ৩. মিঃ তপন কুমার দাস	টাঃ ৫,৩৪,৮৬২/- (পাঁচলাখ চৌত্রিশ হাজার আটশো বাষট্টি টাকা মাত্র) ৩১.১০.২০১৫ অনুযায়ী	০২.০৩.২০১৬